সাতাইশতম অধ্যায়

হিজরত ও হিজরী সন

প্রসঙ্গ ঃ বিভিন্ন মো'জেযা প্রদর্শন- পাহাড়, জমিন ও বেহেস্তের উপর নবীজীর কর্তৃত্ব

ইসলামের ইতিহাসে হিজরত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোরাইশদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেলেও আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী হুযুর (দঃ)-এর দেশত্যাগ বা হিজরত ছিল বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের প্রথম সোপান। কোরাইশদের পতন প্রকৃতপক্ষে হিজরতের ঘটনা থেকেই শুরু হয়। হিজরতের সময় ২২/২৩ বছরের যুবক হযরত আলী (রাঃ) কে আপন বিছানায় শোয়ায়ে একদিকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর জন্য তৈরী করা, পরক্ষণেই আবার আমানতের মালামাল ফেরত দেয়ার জিম্মাদারী প্রদান করার মধ্য দিয়ে হযরত আলীর দীর্ঘ হায়াতের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়।

একশত ঘেরাওকারীর চোখে ধূলা নিক্ষেপ করে নিরাপদে ঘর থেকে তাদের সামনে দিয়ে বের হয়ে যাওয়া, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাঁধে চড়ে ওজন শূন্য হওয়া, ছাওর গুহায় মাকড়সার জাল বুনানী, কবুতরের ডিম পাড়া, গুহার মুখে বৃক্ষের ছত্রছায়া প্রদান, গুহার ভিতরে আবু বকর (রাঃ) কে সর্পে দংশন, হুযুর (দঃ)-এর পবিত্র থুথু মোবারক দিয়ে সর্পবিষ নিবারন, পিপাসার্ত আবু বকরের জন্য বেহেস্ত হতে পানির নহর পৃথিবীতে আনয়ন, শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য কুদরতি গোপন রাস্তা তৈরী এবং সাগরকূলে কুদরতি নৌকা প্রস্তুত থাকা, পশ্চাদধাবনকারী সুরাকা ইবনে মালেকের ঘোড়ার পা সাতবার জমিনে ঢুকে যাওয়া ও জমিন কর্তৃক গ্রাস করানোর ক্ষমতা নবী করিম (দঃ) কে প্রদান করা–ইত্যাদি মো'জেযা প্রদর্শন নবীপ্রেমিক ঈমানদারদের জন্য এক শিক্ষামূলক বিষয়। পাঠকদের পিপাসা নিবারনের লক্ষ্যে এক এক করে নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো।

হিজরতের পটভূমিকা ঃ

মি'রাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর নবী করিম (দঃ)-এর উপর কোরাইশদের অত্যাচার আর এক মাত্রা বৃদ্ধি পেল। ঐ বছরই (দ্বাদশ বর্ষ) হজ্ব উপলক্ষে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকেরা হজ্বে আগমন করলো। ইয়াছরিব (মদিনা) থেকে ৭০ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা মোট ৭২ জনের একটি

www.sunnibarta.com

কাফেলা হজ্বে আগমন করলো। এর পূর্বেও একাদশ বর্ষে ১২ জন ১০ম বর্ষে ৬ জন করে দুটি দল বিগত দু'বৎসরে হজ্ব মৌসুমে এসে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় ফিরে গিয়েছিলেন।

এবারের (দ্বাদশ বর্ষ) ৭২ জনের তৃতীয় দলটি মিনাতে রাতের অন্ধকারে অতি গোপনে নবী করিম (দঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং নবী করিম (দঃ) কে মদিনায় চলে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। জান-মাল দিয়ে তাঁরা নবী করিম (দঃ) ও মোহাজির মোসলমানদেরকে রক্ষা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষের জিলহজ্ব মাসের প্রারম্ভে এ চুক্তি হয়। এই বায়আতকে বাইয়াতে আকাবা বলা হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কেননা, এই বায়আতের মাধ্যমেই নবী করিম (দঃ) এবং মক্কার সাহাবাগণের জন্য বিদেশভূমিতে বিকল্প বাসস্থান ও রাষ্ট্র নির্ধারিত হলো। নবী করিম (দঃ) সাহাবাগণকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। সাহাবাগণ পরবর্তী ২ মাসে একা একা ও দলে দলে মদিনায় গমন করতে লাগলেন।

মদিনায় ইসলামের প্রসার দেখে আবু জাহল প্রমুখ কোরেশগন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। নবী করিম (দঃ) জিলহজ্ব চাঁদের শেষ তারিখে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে ডেকে ইঙ্গিতে বললেন- "হে আবু বকর, তুমি হিজরতের জন্য প্রস্তুত থাকবে। যেকোন মুহূর্তে আল্লাহর পক্ষ হতে মক্কাভূমি ত্যাগ করার নির্দেশ আসতে পারে। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খুশীতে বলে উঠলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি কি আপনার সঙ্গী হবো? নবী করিম (দঃ) বললেন, **"তুমি আমার জীবনের সাথী, হিজরতের সাথী, কবরের সাথী, হাশরের সাথী এবং বেহেস্তেরও সাথী। আমি প্রথম, তুমি দ্বিতীয়।"** এটাই হুযুরের ইলমে গায়েব আতায়ীর প্রমাণ। হুযুর (দঃ)-এর একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে এবং হবে।

এই গোপন ইঙ্গিত পেয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) পরদিন পহেলা মহররম তারিখে ওকাজ বাজার থেকে আটশত দেরহাম দিয়ে দুটি উট ক্রয় করে নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করলেন। একটির নাম রাখা হলো কাস্ওয়া এবং অপরটির নাম রাখা হলো আদ্বা। হাশরের দিনে নবী করিম (দঃ) কাস্ওয়ায় আরোহন করে হাশরের ময়দানে যাবেন এবং আদ্বায় আরোহন করে বিবি ফাতেমা (রাঃ) হাশরের ময়দানে উঠবেন (রুহুল বয়ান)।

www.sunnibarta.com

প্রিয় নবীর দরবারে যে দান কবুল হয়– তাই শ্রেষ্ঠ দান। নবী করিম (দঃ) উক্ত কাস্ওয়া নামক উটে জীবদ্দশায় আরোহন করতেন। হুযুরের ইনতিকালের পর উক্ত কাস্ওয়া শোকে অল্পদিনের মধ্যেই একটি কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে ইনতিকাল করে। দ্বিতীয় উট আদ্বা হযরত ওমরের খিলাফতকালে ইন্তিকাল করে। হুযুর পাক (দঃ)-এর ব্যবহৃত যাবতীয় বস্তুর বিশদ তালিকা আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া এবং মাওয়াহিব গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে।

দুটি উট খরিদের মাধ্যমে হিজরতের প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়। সে জন্যই মুহররমের পহেলা তারিখ (হিজরতের প্রস্তুতি দিবস) থেকে হিজরী সন গণনা শুরু করা হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এরূপ করা হয়েছে। সুতরাং যতদিন হিজরী সন থাক্বে– ততদিন হযরত আবু বকরের স্মৃতিও অটুট থাকবে।

মুহররম ও সফর মাসে কোরাইশ সর্দারগণ মুসলমানদের ব্যাপক হারে মদিনায় যেতে দেখে নানা চিন্তা-ভাবনা করে অবশেষে সফর মাসের শেষ শনিবারে দারুন নাদ্ওয়া নামক মিলনায়তনে এক পরামর্শ সভা আহবান করে। কোরাইশদের বিভিন্ন গোত্র ছাড়াও অন্যান্য গোত্রের সর্দারগণ উক্ত মিলনায়তনে বা পরামর্শগৃহে একত্রিত হলো। নবী করিম (দঃ)-এর এই ইসলামী মিশনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়, সে সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব উত্থাপিত হলো। একটি হলো- হুযুর (দঃ) কে আটক করে রাখা। দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো– দেশ থেকে বহিষ্কার করা এবং তৃতীয় প্রস্তাব হলো– জীবনে শেষ করে দেয়া। এমন সময় শয়তান নজদ দেশের এক বৃদ্ধের সুরত ধারণ করে উক্ত সভায় হাযির হলো। একারণে শয়তানের এক উপাধী হয় **শেখে নজদী**।

নজদ দেশ থেকেই পরবর্তীকালে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী ওহাবী আন্দোলন শুরু করে। পরবর্তীকালে তার বংশধরগণ ইংরেজদের সাথে আঁতাত করে ১৯২৪ইং সালে মক্কা ও মদিনাসহ গোটা আরবে ওহাবী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমান শাসকগণ ওহাবী শাসক। তারা আরবের সমস্ত ধর্মীয় স্মৃতি ও মাযার ধ্বংস করে ফেলেছে। বিবি খাদিজার মাযার, বিবি ফাতিমার মাযার ও ইমাম হাসানের মাযারসহ জান্নাতুল বাকী ও জান্নাতুল মায়াল্লার সমস্ত মাযার ও গম্বুজ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। এরা সারা পৃথিবীতে ওহাবী মতবাদ চালু করার লক্ষ্যে 'রাবেতা আলমে ইসলাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইবনেসিনা, ইবনে তাইমিয়া, কিং খালেদ, বাদশাহ ফয়সল– ইত্যাদি

www.sunnibarta.com

প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে এবং এগুলোর মাধ্যমে মানুষকে ওহাবী মতবাদে দিক্ষিত করছে। যেসব সংগঠন ওহাবী ও মউদুদী মতবাদ প্রচার করে, উক্ত প্রতিষ্ঠান তাদেরকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। নবী করিম (দঃ) চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই এই শয়তানী ওহাবী ফিৎনার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন তাঁর ফতোয়া শামী গ্রন্থে ওহাবী ফিৎনার বিশদ আলোচনা করেছেন।]

নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে জনৈক সাহাবী ঐ শনিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন ঃ

يَوْمُ مَكْرٍ وَخَدِيْعَةٍ اِنْ قُرَيْشًا اَرَادُوْا اَنْ يَّمْكُرُوْا فِيْهِ -

অর্থ–"শনিবার হচ্ছে মক্কর ও ধোকাবাজীর দিন। এই দিনে কুরাইশগণ (আমার বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা তৈরী করেছে"। (নিহায়া)।

যাক, শয়তান শেখে নজদীর সুরতে সভায় হাযির হয়ে আবু জাহলকে লক্ষ্য করে বললো–"আবুজাহল কর্তৃক শেষ প্রস্তাব= অর্থাৎ নবীকে জীবনে শেষ করে দেয়াই মঙ্গলজনক এবং বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তবে প্রত্যেক গোত্রকেই একাজে অংশ নিতে হবে"। আবু জাহল সহ উপস্থিত সবাই শেখে নজদীর পরামর্শ মোতাবেক ঐ রাত্রেই নবী করিম (দঃ)-এর গৃহে অভিযান পরিচালনা করার প্রস্তাব পাশ করে সভা ভঙ্গ করলো। কোরআন মজিদের সুরা আনফালে তাদের এই কু-পরামর্শের কথা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ-

অর্থ–"হে রাসুল! ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন কাফেররা আপনার ব্যাপারে এই দূরভিসন্ধি এঁটেছিল যে, হয় আপনাকে বন্দী করে রাখা হবে, অথবা শহীদ করা হবে অথবা দেশান্তর করে দেয়া হবে। তারা একদিকে দূরভিসন্ধি আঁটছিল, অপর দিকে আল্লাহ তায়ালা কৌশলপূর্ণ পরিকল্পনা করছিলেন। আল্লাহই (দূরভিসন্ধির বিরুদ্ধে) উত্তম পরিকল্পনাকারী"। (আনফাল)।

দারুন নাদ্ওয়া আজও কাফেরদের দূরভিসন্ধির এসেম্বলী ও শয়তানের আস্তানার প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। লাখনো শহরে ওহাবীদের নাদ্ওয়াতুল উলামা নামক মাদরাসাটি আবুজাহেলের দারুন নাদওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

www.sunnibarta.com

দারুন নাদ্ওয়ার সভা ভঙ্গ হওয়ার পরপরই হযরত জিব্রাইল (আঃ) নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে কোরাইশদের দূরভিসন্ধি ও পরিকল্পনার সংবাদ দিলেন এবং বললেন– আজ আপনি নিজ বিছানায় শুবেন না– অর্থাৎ হিজরত করুন।

নবী করিম (দঃ) হযরত আলীকে ডেকে এনে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়তে বললেন এবং নিজের চাদরখানা গায়ে চড়িয়ে দিলেন। হযরত আলী নির্ঘাত মৃত্যু জেনেও বিনাদ্বিধায় হুযুর (দঃ)-এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং গায়ের উপর চাদর টেনে দিলেন। পরক্ষণেই নবী করিম (দঃ) বললেন–আমার কাছে মানুষের গচ্ছিত আমানতের মাল তিনদিনের মধ্যে ফেরত দিয়ে তুমি মদিনাতে চলে যাবে। আমি এক্ষণই বের হয়ে যাচ্ছি। কেননা কোরাইশদের একশজন, মতান্তরে সত্তরজন যুবক নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে আমার ঘর ঘেরাও করে রেখেছে-নিদ্রা যাওয়া মাত্র তারা ঘরে ঢুকে আমাকে শহীদ করে ফেলার ফন্দি এঁটেছে। হযরত আলী (রাঃ) একদিকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত– অপরদিকে নবী করিম (দঃ)-এর ইঙ্গিতে বুঝে নিলেন, আপাততঃ আজ তিনি শহীদ হবেন না। কেননা আমানতের মাল ফেরত দেয়ার মধ্যে তিনদিনের জন্য তাঁর বেঁচে থাকার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। নবী করিম (দঃ) এবার এরশাদ করলেনঃ

يَا عَلِيُّ اِنَّكَ لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى اِحْمَرَّتْ لِحْيَتُكَ الْبَيَاضَ بِالدَّمِ (اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ)

"হে আলী, তুমি সাধারনভাবে মৃত্যুবরন করবেনা– যে পর্যন্ত না তোমার সাদা দাঁড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে" (বেদায়া)।

দেখা গেছে– হযরত আলী ৬৩ বৎসর বয়সে আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম নামক এক খারেজী মুসলমানের (?) হাতে কুফার জামে মসজিদে ফজরের নামাযে গমনের পথে শহীদ হন। হযরত আলী যে বৃদ্ধ হয়ে শহীদ হবেন– এ সংবাদ নবী করিম (দঃ) আল্লাহ প্রদত্ত এলমে গায়েবের মাধ্যমেই দিয়েছিলেন। কে কখন মারা যাবে-নবী করিম (দঃ) পূর্বেই তা বলে গেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত এলমে গায়েব অস্বীকারকারীদের এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তারা তাদের ওহাবী মুরুব্বীদের কথার উপরই অটুট। তারা বলেছে–নবীজী গায়েব জানেন না। অথচ ইলমে গায়েব জানা নবুয়তের জন্য শর্ত।

গৃহত্যাগ ও ছাওর পর্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণঃ

এবার হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) ঈমানের পরীক্ষা শুরু হলো। নবী করিম (দঃ) হযরত আলীকে বিছানায় শোয়ায়ে এক মুষ্টি ধূলা হাতে নিয়ে সুরায়ে ইয়াসিনের "ওয়া জাআলনা" পূর্ণ আয়াতটি তিলাওয়াত করে তাতে ফুঁক দিয়ে

www.sunnibarta.com

শত্রুদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি শত্রুর মাথায় ও চোখে সে ধূলা পৌঁছিয়ে দিলেন। তারা চক্ষু রগড়াতে লাগলো। এ সুযোগে নবী করিম (দঃ) তাদের সামনে দিয়েই বের হয়ে গেলেন– অথচ তাদের কেউ নবী করিম (দঃ) কে দেখতে পেলোনা। আল্লাহ রাখে তো–মারে কে? নবীজীর কাজে স্বয়ং আল্লাহ্ শরীক হয়ে গেলেন।

নিজ ঘর থেকে বের হয়ে নবী করিম (দঃ) সোজা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বাড়ীতে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে 'লাব্বাইকা ওয়া ছা'দাইকা'- বলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) দরজা খুলে দিলেন। নবী করিম (দঃ) বললেন, তুমি কি নিদ্রা যাওনি হে আবু বকর? হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) আরয করলেন–

"ইয়া রাসুলাল্লাহ! যেদিন আপনি আমাকে প্রস্তুত থাকতে ইঙ্গিত করেছিলেন– সেদিন থেকেই প্রতিরাত্রে আমি আপনার এন্তেজারে দরজায় দন্ডায়মান ছিলাম। একদিনের জন্যও আমি রাত্রিতে বিছানায় পিঠ লাগাইনি"।

অন্তরে মহব্বতের আগুন একবার জ্বলে উঠলে এমনিভাবেই চোখের ঘুম হারাম হয়ে যায়। অন্ধকারে প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা ও আসবাবপত্র তৈরী করে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দুই মেয়ে–হযরত আসমা ও হযরত আয়েশা (রাঃ) ঐগুলি বেঁধে দিচ্ছিলেন। হযরত আসমা (রাঃ) নিজের দোপাট্টা ছিঁড়ে এক অংশ দিয়ে বোঝা বেঁধে দিলেন। তাঁর এই ত্যাগে মুগ্ধ হয়ে নবী করিম (দঃ) তাঁকে "জাতুন নাতাকাইন" বা দুই দোপাট্টার অধিকারিনী উপাধীতে ভূষিত করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) পরবর্তী সময়ে "সিদ্দিকা" উপাধীতে ভূষিতা হয়েছিলেন– যখন তাঁর পবিত্র চরিত্রের আয়াত নাযিল হয়েছিল। একই ঘরে পিতা হলেন সিদ্দিকে আকবর, এক মেয়ে হলেন সিদ্দিকা এবং অন্য মেয়ে আসমা (রাঃ) হলেন জাতুন নাতাকাইন।

হযরত আবু বকরের (রাঃ) বংশের চার পুরুষ সাহাবী ছিলেন। এই গৌরব অন্য কোন সাহাবীর নসিব হয়নি। হযরত আবু বকর (রাঃ), তাঁর পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে এবং জামাই যোবাইর ও নাতী আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর– সকলেই সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। 'সাহাবী ইব্নে সাহাবী ইবনে সাহাবী ইবনে সাহাবী'– অর্থ্যাৎ আবদুল্লাহ ইবনে আস্মা বিন্তে আবুবকর ইবনে আবু কোহাফা (রাঃ)- সকলেই সাহাবী ছিলেন। এই দুর্লভ সৌভাগ্য হযরত ইব্রাহীম

www.sunnibarta.com

(আঃ)-এর বংশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নবী করিম (দঃ) যখনই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করতেন, তখনই বলতেন– ইউসুফু নবীউন, ইব্নু নাবীয়্যিন, ইবনে নাবীয়্যিন, ইবনে নাবীয়্যিন– অর্থাৎ "ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আলাইহিমুস সালাম"।

রাত্রির ঘন অন্ধকার ভেদ করে নবী করিম (দঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) মক্কা শহর ত্যাগ করে দক্ষিণে অবস্থিত ছাওর পর্বতের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। নবী করিম (দঃ) পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে পথ চলছিলেন– যেন পাছে পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞরা চিনে না ফেলে। কিছুদূর যাওয়ার পর কদম মোবারক পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো। এ অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ) নবী করিম (দঃ)কে নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। কিন্তু তিনি কোন ওজন অনুভব করলেন না। নবী করিম (দঃ) একটু মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, "আবু বকর! নূরের কোন ওজন হয়না"। সুব্হানাল্লাহ!

ছাওর পর্বতের চূড়ায় পৌঁছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নিজে প্রথমে একটি গুহায় নামলেন। গুহা পরিষ্কার করে চারিদিকের ছিদ্র কাপড় ছিড়ে বন্ধ করলেন। একটি ছিদ্র বন্ধ করার মত কিছু ছিলনা। তিনি নিজ পা দিয়ে সে ছিদ্রটি বন্ধ করলেন। নবী করিম (দঃ) তাঁর কোলে মাথা মোবারক রেখে শুয়ে পড়লেন এবং চোখ মোবারক বন্ধ করে আবু বকরকে যিক্রে খফীর তাওয়াজ্জুহ দিতে লাগলেন। "আল-হাদিকাতুন নাদিয়া ফিত্ তারিকাতিন নক্শবন্দিয়া" নামক আরবী গ্রন্থে উল্লেখ আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاصَبَّ اللّٰهُ شَيْئًا فِيْ صَدْرِىْ
اِلَّا صَبَبْتُهُ فِيْ صَدْرِ اَبِيْ بَكْرٍ -

অর্থ–"আমার অন্তরে আল্লাহ যে বাতেনী নেয়ামত ঢেলে দিয়েছেন– আমি তা আবু বকরের অন্তরে ঢেলে দিলাম"। সে কারণেই তাঁর থেকে দু'টি মশহুর তরিকা বের হয়েছে। একটি হচ্ছে তরিকায়ে নকশবন্দীয়া– অন্যটি তরিকায়ে মোজাদ্দেদীয়া। অপরদিকে হযরত আলী (রাঃ) নবীজীর চাঁদর গায়ে দিয়ে নবীজীর বিছানায় শুয়ে মৃত্যু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সেজন্যে তিনিও নবী করিম (দঃ)-এর ইলমে মারেফাতের প্রধান নেয়ামত লাভ করেছিলেন এবং তাঁর থেকেও দুটি প্রধান তরিকা– কাদেরিয়া ও চিশতিয়া বের হয়েছে। তাঁর শানে

www.sunnibarta.com

নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا -

অর্থ-**"আমি হচ্ছি যাবতীয় ইলেমের শহর, আর আলী হলো সেই শহরের প্রধান দরজা"** । (মিশকাত) ।

"সেজন্যেই হযরত আলীর (রাঃ) মা'রেফাত বিদ্যা প্রাধান্য পেয়েছে। তবে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ইলমে বাতেনকেও অস্বীকার করা যাবে না। যেমন শিয়া সম্প্রদায় এককভাবে হযরত আলী (রাঃ) কে ইলমে বাতেনের একমাত্র দরজা বলে আকিদা পোষণ করে থাকে। এটা গলদ। আহ্লে সুন্নাতের কেহই হযরত আলী (রাঃ) কে ইল্মে বাতেনের একক উৎস বলে দাবী করেনা- বরং প্রধান উৎস বলেন। কেউ একক উৎস বা দরজা দাবী করলে সেও শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হবে এবং হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করা হবে। বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থে উক্ত হাদীসের (بَابُهَا) শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে "বিশেষ ও প্রধান দরজা হিসেবে"- একক হিসেবে নয়। কেননা, তাহলে অন্য সাহাবীদের এলমে বাতেনকে অস্বীকার করা হয়। এটা আহ্লে সুন্নাতের আকিদার পরিপন্থী ও বাস্তবের বিপরীত। (মিরকাত এবং মিশকাত হাশিয়া)

যা হোক- হযরত আবু বকর (রাঃ) নবী করিম (দঃ) কে নিয়ে গুহায় প্রবেশ করার সাথে সাথে 'উম্মে গায়লান' নামক এক লতা বৃক্ষ অন্যস্থান থেকে এসে গুহার মুখ ঢেকে ফেললো। মাকড়সা এসে জাল বুনলো এবং এক জোড়া কবুতর এসে বাসা বাঁধলো- ডিম পাড়ল। হযরত আবু বকর (রাঃ) যে ছিদ্রে পা রেখেছিলেন, তার ভিতরে ছিল একটি সাপ। এই সাপটি এক হাজার বছর ধরে নবীজীর দীদারের আশায় এই গুহায় অবস্থান করছিল। সাপটি ছিল আশেকে রাসুল! সাপটি তিনবার ফোঁস ফোঁস করে হযরত আবুবকর (রাঃ) কে পা সরিয়ে নিতে হুশিয়ারী দিচ্ছিল। অবশেষে সাপটি হযরত আবু বকরের পায়ে দংশন করলো। সর্পবিষ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়লো। এমতাবস্থায়ও তিনি নড়াচড়া করলেন না- নবী করিম (দঃ)-এর আরামের ব্যাঘাত হবে মনে করে। হঠাৎ করে তাঁর দুফোটা তপ্তঅশ্রু নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র চেহারায় ঝড়ে পড়লো। অমনি নবী করিম (দঃ)-এর ধ্যান ভঙ্গ হলো। জিজ্ঞেস করলেন- আবু বকর! কি হয়েছে? আবু বকর বললেন, সাপে দংশন করেছে। নবী করিম (দঃ) একটু থুথু মোবারক দংশিত স্থানে মালিশ করে দিলেন। সাথে সাথে বিষের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলো। আশেকের বিচার করা কি সম্ভব? সাড়ে বার বৎসর পর যখন হযরত

www.sunnibarta.com

আবু বকর (রাঃ)-এর ইনতিকালের অসুখ দেখা দিল, তখন সাপের পুরানো বিষ পুনরায় ক্রিয়াশীল হলো। এভাবে তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন। আল্লামা আবদুল গনি নাবলুসী (রঃ) 'হাদিকা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আবু বকরের মৃত্যু সাওর গুহায় অবধারিত ছিল, নবী করিম (দঃ) তাকে সাড়ে বার বৎসর পিছিয়ে দিলেন। এটা নবী করিম (দঃ)-এর বিশেষ মো'জেযা ও ইখতিয়ার। শিফা শরীফে কাযী আয়ায (রহঃ) উল্লেখ করেছেন– "আল্লাহ পাক নবী করিম (দঃ) কে মউতের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন"। আমরা মউতের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু মউত হচ্ছে নবী করিম (দঃ)-এর ইখতিয়ারাধীন। "পাহাড়-পর্বত, আসমান-জমিন, বেহেস্ত-দোযখ, চন্দ্র-সূর্যকে নবী করিম (দঃ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন করে রেখেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা"।

إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالسَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَالْجِبَالَ مُطِيْعًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شِفَاءُ قَاضِىْ عَيَاضِ)

অর্থ–"আল্লাহ তায়ালা সূর্য, চন্দ্র, আসমান, জমীন, পাহাড়-পর্বত নবী করিম (দঃ)-এর অধীন ও অনুগত করে দিয়েছেন"। (শেফা কাযী আয়ায)

এদিকে নবী করিম (দঃ)-এর ঘরে ঢুকে কোরাইশ যুবকরা বিছানায় হযরত আলী (রাঃ) কে শায়িত দেখে নবী করিম (দঃ) কোথায় গিয়েছেন– তা জিজ্ঞেস করলো। হযরত আলী (রাঃ) নির্ভিকভাবে উত্তর দিলেন– কোথায় গিয়েছেন, তা জানিনা। তবে ঘর থেকে বের হয়ে গেছেন। কোরাইশরা চতুর্দিকে অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠালো। উমাইয়া ইবনে খালফ একদল যুবক ও পদরেখা বিশেষজ্ঞ নিয়ে পদচিহ্ন ধরে সাওর পর্বতে এসে উপস্থিত হলো। এখানে এসে পদচিহ্ন মুছে গেছে। সবাই অনুমান করলো নিশ্চয়ই এই গুহাতেই নবী করিম (দঃ) আশ্রয় নিয়েছেন। উমাইয়া ইবনে খাল্‌ফ বললো– গুহার মুখে লতা, মাকড়সার জাল আর কবুতরের বাসা দেখা যাচ্ছে। এখানে প্রবেশ করলে তো এসব থাকার কথা নয়। এ বলে সে দলবলসহ অন্যদিকে ছুটে গেল। এভাবে আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীবকে রক্ষা করলেন।

ঐসময়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) নবীজীর জীবনের আশংকায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। হুযুর পুরনূর (দঃ) অটল ও শান্তস্বরে জবাব দিলেন **"চিন্তাগ্রস্ত হয়োনা– আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন"** (সুরা তওবা)

www.sunnibarta.com

[তাফসীরে নঈমীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন'– বাক্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, এই বাক্যটিতে কোন কাল বা সময়ের উল্লেখ নেই। এটি জুমলায়ে ইছমিয়া। সর্বকাল অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আল্লাহ সব সময়ই তাঁর রাসুল ও হযরত আবু বকরের সাথে আছেন এবং থাকবেন। (তাফসীরে নাঈমী)]

সাওর গুহায় আরও দুটি মো'জেযা

১) শত্রুরা চলে যাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি তারা তাদের পায়ের গোঁড়ালীর দিকে নজর করঁতো, তা হলে তো আমাদেরকে দেখতে পেতো এবং ধরে ফেলতো। নবী করিম (দঃ) বললেন– لَوْجَاوُوْنَا مِنْ هٰنَا لَذَهَبْنَا اِلٰى هٰهُنَا -

অর্থাৎ– **"তারা এখান দিয়ে আসলে আমরা ওখান দিয়ে চলে যেতাম"**। একথা বলেই গুহার একদিকে ইশারা করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) সেখানে গিয়ে দেখেন– বিরাট এক সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। তার তীরে একটি সাজান নৌকা বাঁধা আছে। এই মো'জেযা দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ) হতবাক হয়ে গেলেন। (বর্ণনা অনেক বিরাট)

২) আর একটি আশ্চর্য্য মো'জেযা তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। সাপের বিষে তাঁর পানির পিপাসা লাগলো। নবী করিম (দঃ)-এর কাছে পানির দরখাস্ত পেশ করলেন। নবী করিম (দঃ) গুহার ভিতরে এক দিকে ইশারা করে বললেন- ওখানে গিয়ে পানি পান করে এস। হযরত আবু বকর (রাঃ) গিয়ে দেখলেন– একটি পানির নহর প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি প্রাণভরে পানি পান করলেন– যা ছিল মধুর চেয়ে মিষ্ট, দুধের চেয়ে সাদা এবং বরফের চেয়েও ঠান্ডা। কোথা হতে এ নহর প্রবাহিত হলো– জিজ্ঞাসা করলে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করলেন–

اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمَلَكَ الْمُوَكَّلَ بِاَنْهَارِ الْجَنَّةِ اَنْ يَّخْرِقَ نَهْرًا مِّنْ جَنّٰتِ الْفِرْدَوْسِ اِلٰى صَدْرِ الْغَارِ لِتَشْرَبَ يَا اَبَابَكْرٍ-

অর্থ–**"আল্লাহ তায়ালা বেহেস্তের নহরের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেস্তাকে নির্দেশ করেছেন– যেন জান্নাতুল ফেরদাউস থেকে একটি নহর গুহার মাথায় প্রবাহিত করে দেয়। হে আবু বকর! তোমাকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হয়েছে"**। (তাফসীরে রুহুল বয়ান-সুরা তওবা)।

www.sunnibarta.com

উক্ত ঘটনা দুটি শুনে ঈমানদারের ঈমান আরও চাঙ্গা হয়ে উঠবে এবং বক্রহৃদয়ের লোকদের হৃদয় আরও বাঁকা হবে–এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। ইবনে কাছির তাঁর তাফসীরে এই ঘটনা ও রেওয়ায়াতকে মোন্‌কার বলেননি। তরিকতে সিদ্দিকিয়াতের মরতবাধারীগণের জন্য নবী করিম (দঃ)-এর মাধ্যমে গায়েবী নেয়ামত এভাবেই পৌঁছে থাকে। আ'লা হযরত (রাঃ) বলেনঃ

خالق کل نے آپ کو مالک کل بنادیا
دونوں جہاں ہیں آپکے قبضہ واختیار میں–

"কুল জাহানের সৃষ্টিকর্তা আপনাকে সব কিছুর মালিকানাস্বত্ব দান করেছেন। সত্যিই উভয় জাহানই আপনার ইখতেয়ারাধীন"। আপনি যাকে যেভাবে ইচ্ছা–দান করতে পারেন। তাফসীরে রুহুল মাআনী সূরা মায়েদার ১৫নং আয়াত "ক্বাদ জাআকুম"– আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন– "নবী করিম (দঃ) হলেন মোখতার বা ইখতিয়ার প্রাপ্ত নবী"। যারা নবীজীকে মুখতার মানবেনা তারা পথভ্রষ্ট।

ঐ মদিনার পথে রে আমার–ঐ মদিনার পথে

তিন রাত্র এভাবে সওর পর্বতের গুহায় অবস্থান করে নবী করিম (দঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে মদিনা শরীফের পথে রওনা হলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নবী করিম (দঃ) কাসওয়া নামক উটে সওয়ার হলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরোহন করলেন আদবা নামক উটে। সাথে নিলেন পথপ্রদর্শক হিসাবে আবদুল্লাহ ইব্‌নে আরিকত নামক জনৈক অমুসলিম ব্যক্তিকে। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর আশ্রিত গোলাম আমের ইবনে ফোহায়রা পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক দুটি উট নিয়ে গারে সাওরে এলেন এবং দ্বিতীয় উটের পিঠে পেছনে আরোহন করলেন। লোহিত সাগরের উপকূল ধরে তিনজনের এই কাফেলা মদিনার পথে চললো। বিদায়ের বেলায় নবী করিম (দঃ) বাইতুল্লাহর দিকে নযর করে বলে উঠলেন–

وَاللّٰهِ اِنَّكِ اَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَيَّ وَاِلَى اللّٰهِ وَلَوْلَا اَنَّ اَهْلَكِ اَخْرَجُوْنِيْ مِنْكِ مَاخَرَجْتُ–

অর্থ্যাৎ– "হে পবিত্র মক্কা, খোদার শপথ! তুমি আমার কাছে এবং আল্লাহর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। তোমার স্বদেশবাসী যদি আমাকে বাধ্য না করতো, তাহলে আমি তোমায় ছেড়ে যেতাম না"। কত করুণ এ আবেদন!

www.sunnibarta.com

যতদিন নবী করিম (দঃ) মক্কায় অবস্থান করছিলেন- ততদিন মক্কা ভূমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। হিজরত করার পর মদিনা শরীফের রওযা মোবারকের যে অংশটুকু নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারকের সাথে মিশে আছে- তা বাইতুল্লাহ্ শরীফ, এমন কি-আরশে আযীম থেকেও উত্তম। চার মযহাবের ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। সুতরাং এটা সর্বসম্মত ইজমা (ফতোয়ায়ে শামী-যিয়ারত অধ্যায়)। তিবরানী শরীফের একটি হাদীসে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন- اَلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ مِّنْ مَّكَّةَ - "এখন থেকে মদিনা শরীফ মক্কার চেয়ে উত্তম" (জযবুল কুলুব শেখ আবদুল হক দেহ্লভী রহঃ)।

বকরীর শুকনো বাঁটে দুধের নহর ঃ

মদিনা শরীফ গমনকালে পথে তিনটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটলো। সাওর পর্বত থেকে বের হয়ে নবী করিম (দঃ) সকাল বেলা সাগরকুল ধরে রওনা দিলেন। পথিমধ্যে কোদাইদ্ নামক স্থানে উম্মে মা'বাদ আতিকা নাম্নী জনৈকা বেদুইন মহিলার বাড়ীতে পৌঁছে নবী করিম (দঃ) কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। মহিলার বাড়ীতে দুধ বা গোস্ত বিক্রি হয় কিনা- তা জানতে চাইলেন। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেলনা। নবী করিম (দঃ) তাঁবুতে একটি ক্ষীণকায় ছাগী দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন-এটা দুধ দেয় কিনা? মহিলা বললেন, না। নবী করিম (দঃ) উক্ত ছাগী দোহন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মহিলা বললেন, চেষ্টা করে দেখতে পারেন। নবী করিম (দঃ) পাত্র নিয়ে ছাগীর দুধের বাঁটে পবিত্র হাত লাগানো মাত্র দুধের নহর বইতে শুরু করলো। উপস্থিত লোকজন তৃপ্তি সহকারে উক্ত দুধ পান করলো। অতঃপর নবী করিম (দঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) সহ পূর্ণ কাফেলা এ দুধ পান করে তৃপ্ত হলেন। নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র হাতের বরকতে পরবর্তীকালে উক্ত ছাগী সব সময় এভাবে দুধ দিতে থাকে। এভাবে আতিকা ও তার স্বামীর ঘরের অভাব দূর হয়ে গেলো। উক্ত ছাগী হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিল এবং একইভাবে দুধ দিত। নবী করিম (দঃ) যার কাছ থেকেই কিছু চেয়ে খেতেন, তাঁর ঘরে বরকতের ঢল নেমে আসতো। প্রকৃতপক্ষে নবী করিম (দঃ) কারও ঘরে খেতে যান না- বরং দিতে যান- এটাই প্রকৃত সত্য ঘটনা।

পথিমধ্যে আর একজন রাখালের কাছে এমনিভাবে দুধ চাইলে সে বললো, আমার পালে বাচ্চাওয়ালা কোন ছাগী নেই। নবী করিম (দঃ) বাচ্চাবিহীন একটি

www.sunnibarta.com

ছাগী এনে দুধ দোহন করে নিজেরা পান করলেন এবং রাখালকেও দুধ পান করালেন। রাখাল এ মো'জেযা দেখে সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেল। সম্ভবতঃ উক্ত সাহাবী ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। (বেদায়া-নেহায়া ৭ম খন্ড ১৫৩ পৃঃ)

জমিন কর্তৃক সুরাকার ঘোড়ার পা গ্রাস ঃ

কুদাইদ নামক স্থানে আর একটি ঘটনা সবচেয়ে আশ্চর্যজনকভাবে ঘটে গেলো। সুরাকা ইবনে মালেক কেনানী নামক জনৈক ব্যক্তি একশত উট পুরস্কারের লোভে নবী করিম (দঃ)-এর তালাশে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে লাগলো। আবু জাহল নবী করিম (দঃ) কে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে আনতে পারলে উক্ত পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিল। সুরাকা নবী করিম (দঃ) কে দেখে চিৎকার করে বলে উঠলো– হে মুহাম্মদ (দঃ), এবার তোমায় কে রক্ষা করবে? নবী করিম (দঃ) প্রশান্তভাবে উত্তর দিলেন– يَمْنَعُنِىْ الْجَبَّارُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ– অর্থাৎ– **"শক্তি প্রয়োগকারী ও চরম শাস্তি প্রদানকারী আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করবেন"**। হযরত জিব্রাইল (আঃ) এসে সংবাদ দিলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ তায়ালা জমিনকে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। আপনি জমিনকে যা ইচ্ছা– নির্দেশ করুন। নবী করিম (দঃ) জমিনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

يَا اَرْضُ خُذِيْهِ -

অর্থাৎ– **"হে জমিন, তাকে গ্রাস করো"**। সাথে সাথে জমিন সুরাকার ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত গ্রাস করে ফেললো। সুরাকা কাতরস্বরে বললো, আল-আমান অর্থাৎ– আমাকে রক্ষা করুন! নবী করিম (দঃ) পুনরায় জমিনকে নির্দেশ করলেন ঃ

يَاارْضُ اِطْلِقِيْهِ -

"হে জমিন, তাকে ছেড়ে দাও"। জমিন তাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নবী করিম (দঃ) কে আবার ধরতে উদ্যত হলে পুনরায় নবী করিম (দঃ) জমিনকে নির্দেশ দিলেন তাকে গ্রাস করতে। এভাবে সাত বার জমিন তাকে গ্রাস করলো এবং ছাড়লো। এবার সে তৌবা করলো এবং অন্য অনুসন্ধানকারীকে নবী করিম (দঃ) থেকে ফিরিয়ে রাখার শর্তে মুক্তি লাভ করে মক্কায় ফিরে আসলো।

www.sunnibarta.com

উক্ত তিনটি ঘটনায় দুটি আকিদার প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

এক ঃ নবী করিম (দঃ) কে আল্লাহ তায়ালা গায়েবী ধন ভান্ডারের মালিক বানিয়েছেন। স্রষ্টার সম্মানে নবী করিম (দঃ) উপাদান ছাড়া কোন কিছু করতেন না। কোন সামান্য বস্তু বা দ্রব্যকে উপলক্ষ করে তিনি তাতে গায়েবীভাবে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করতেন। যেমন হযরত জাবের (রাঃ)-এর সামান্য খাসি ও রুটি দিয়ে তিনি দেড় হাজার সাহাবীকে পেট ভর্তি করে খানা খাওয়ায়ে জাবেরের মূল বকরী ও রুটি ফেরত দিয়েছিলেন। হযরত সালমান ফারছি (রাঃ) ৪০ উকিয়া স্বর্ণমুদ্রা আদায় করার শর্তে তাঁর মনিবের সাথে মুক্তিপণ নির্ধারণ করেছিলেন। নবী করিম (দঃ) কবুতরের ডিমের ন্যায় ছোট একখন্ড স্বর্ণ সংগ্রহ করে উক্ত ৪০ উকিয়া বা ১৬০০ (ষোল শত) দীনার আদায় করে দিলেন। উক্ত সামান্য পরিমাণ স্বর্ণ ওজন করা হলে ষোলশত স্বর্ণমুদ্রার সমান হয়ে গেলো। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক জঙ্গে তাবুকের সময় সংগৃহীত ২১টি খুরমা দিয়ে নবী করিম (দঃ) তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ত্রিশ হাজার লোককে খাওয়ানোর পর উক্ত ২১টি খুরমা আবু হোরায়রা (রাঃ) কে ফেরত দিয়ে বললেন– "থলের মুখ না খুলে দু-হাত দিয়ে প্রয়োজনীয় খুরমা বের করে খাবে এবং বন্ধু-বান্ধব ও ফকির-মিছকিনকে খাওয়াবে"। নবীজীর কথামত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) উক্ত খুরমা ৯ হিজরী থেকে ৩৫ হিজরী পর্যন্ত নিজে খেয়েছেন এবং বন্ধু-বান্ধব ও ফকির-মিছকিনকে বিলিয়েছেন। হযরত ওসমান (রাঃ) যেদিন শহীদ হন, সেদিন উক্ত থলেটি লুট হয়ে যায়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি উক্ত ২৬ বৎসরে আনুমানিক বারশত মন খুরমা নিজে খেয়েছি এবং তিনশত মন আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছি"। এই যে খুরমা তিনি খেলেন এবং খাওয়ালেন– এগুলো কোন্ বৃক্ষের খেজুর? নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র হাতের ছোঁয়ায়ই আল্লাহ তায়ালা গায়েবীভাবে উক্ত খেজুরে বরকত দিয়েছেন। (তরজুমানুস সুন্নাহ ও যিকরে জামিল গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য)। উম্মে মা'বাদ-এর ছাগী ও রাখালের ছাগ-পালের শুক্‌নো বাঁটে দুধের নহর প্রবাহিত হওয়াও অনুরূপ মো'জেযা। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

أُوْتِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ -

"আমাকে জমিনের যাবতীয় ধন ভান্ডারের চাবি প্রদান করা হয়েছে"। (মিশকাত)

www.sunnibarta.com

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) লিখেছেন–

ها تھ جس طرف اٹھا غنی کردیا + موج بحرسخاوت پہ لاکھون سلام

অর্থ–**"হুযুর (দঃ) -এর পবিত্র হাত যে দিকেই উঠেছে– তাকে ধনী বানিয়ে দিয়েছে। বদান্যতা সমুদ্রের তরঙ্গ সদৃশ এমন হাতের প্রতি লক্ষ লক্ষ সালাম"।** (হাদায়েকে বখশিষ) ।]

[সুরাকার ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহর এই জমিন নবী করিম (দঃ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি জমিনকে যখন যে হুকুম করেন, জমিন তা পালন করে। শুধু জমিন কেন– আকাশের চাঁদ হুযুরের ইশারায় এদিক-সেদিক হেলে দুলে তাঁর সাথে খেলাধূলা করতো এবং কথা বলতো। গ্রন্থের শুরুতে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর এ সম্পর্কীত রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হয়েছে। মক্কায় আবু জাহল কর্তৃক আকাশের চাঁদ বিদীর্ণ করার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নবী করিম (দঃ) চাঁদকে দু'টুকরো করে দেখিয়েছেন। ৭ম হিজরীতে খায়বরের যুদ্ধ হতে ফেরত আসার সময় পথিমধ্যে সাহ্‌বা নামক স্থানে আকাশের ডুবন্ত সূর্য্যকে পুনরায় ফিরিয়ে এনে হযরত আলী (রাঃ) কে আসরের নামায আদায় করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), হযরত আনাছ (রাঃ) ও হযরত আস্‌মা বিন্‌তে ওমায়েছ (রাঃ) কর্তৃক উক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে! সাল্‌তানাতে মোস্তফা নামক গ্রন্থে মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রঃ) বিস্তারিতভাবে নবীজীর বিভিন্ন কর্তৃত্বের ঘটনা লিখেছেন ।]

www.sunnibarta.com